দর্শনা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত মুনতাজের লাশ ৬ দিন পর হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা ছোট বলদিয়া সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে নিহত মুনতাজ আলীর লাশ ফেরত দিয়েছে বিএসএফ।

গতকাল শুক্রবার কামারপাড়া সীমান্তে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক শেষে নিহতর লাশ তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

জানাগেছে, গত ৯ অক্টোবর শনিবার সন্ধার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার সীমান্তবর্তী পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের মুনতাজ হোসেন কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ্যপন্থায় ভারতে প্রবেশ করে।
ওই দিন রাত ১১টার দিকে তারা ভারত থেকে মহিষ চুরি করে ফেরার পথে সীমান্তের নিকট পৌছালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষি বাহিনী বিএসএফ চোরাকারবারীদের লক্ষ করে গুলি ছোড়ে।

এসময় চোরাকারবারীরা সকলে পালিয়ে রক্ষাপেলেও বিএসএফ গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মুনতাজ আলী (৩৫) সহ একটি মহিষের মৃত্যু হয়।

পরে বিএসএফ সদস্যরা গুলিবৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণকারী মুনতাজ আলীর মরদেহ নিয়ে চলে যান। নিহত মুনতাজ আলী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের স্কুলপাড়ার মৃত নজরুল ইসলাম নজুর ছেলে।

ঘটনার ৬ দিনের মাথায় গতকাল শুক্রবার সন্ধার দিকে উপজেলার দর্শনা সীমান্তের কামারপাড়া গ্রাম ও ভারতের কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন বিজয় চন্দ্রপুর গ্রাম সংলগ্ন ভারতীয় মেইন পিলার নং-৮১ এর নিকট দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে নিহত মুনতাজের মরদেহ হস্তান্তর করে বি,এস,এফ।

পরে দর্শনা থানা পুলিশ নিহতর লাশ গ্রহণ শেষে ঘটনাস্থলেই তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি সহকারী পরিচালক ইমরান হোসেন, দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর নিখীল চন্দ্র রায়, এস,আই স্বপন কুমার সাহা এবং ভারতের পক্ষে (কৃষ্ণগঞ্জ সার্কেল) ডিএসপি সুভাষ চন্দ্র রায়।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় কিশোর নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদিতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় রাব্বী আহম্মেদ (১৬) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। এবং রানা ও আলী হোসেন নামের অপর দুই কিশোর আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সড়কের বারাদি পল্লী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাব্বী আহম্মেদ রাজনগর গ্রামের আজিবার রহমানের ছেলে। এছাড়া আহত রানা হোসেন একই গ্রামের মনিরুল ইসলাম ও আলী হোসেন আনারুল ইসলামের ছেলে।

আহত রানা জানান, রাজনগর থেকে মোটরসাইকেল যোগে বারাদী বাজারে যাচ্ছিলাম। বারাদি ও রাজনগরের মাঠের মধ্যে নতুন পল্লী বিদ্যুৎ উপ কেন্দ্রের সামনে পৌছানো মাত্র পল্লী বিদ্যুতের একটি ট্রাক ডানে মোড়ে নিলে আমাদের মোটরসাইকেলটির সাথে ধাক্কা লাগে। এতে আমরা রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে আহত হই। স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর

২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাব্বী আহম্মেদকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গাংনীতে অটোভ্যানের চাকায় ওড়না জড়িয়ে নারী শ্রমিক নিহত

অটো ভ্যানের চাকার সাথে ওড়না জড়িয়ে রাস্তার মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিক নাজমা খাতুন (২৫) নিহত হয়েছেন।

নিহত নাজমা গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের দয়েরপাড়া এলাকার আসমত আলীর মেয়ে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে তেঁতুলবাড়ীয়া—কাজীপুর সড়কের সাহেবনগর নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নাজমা সরকারী রাস্তা (সংস্কার) মেরামত করার জন্য নারী শ্রমিক হিসাবে কাজ করে আসছিলেন। সাহেবনগর গ্রামের কাছে পৌঁছালে, ভ্যানের চাকায় ওড়না জড়িয়ে রাস্তার উপর পড়ে গুরুতর আহত হন।

তাকে উদ্ধার করে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে নেয়ার সময় পথেই মারা যান তিনি। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে বি এস এফে’র গুলিতে এক বাংলাদেশী নিহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ছোট বলদিয়া সীমান্তে বি এস এফ’র গুলিতে মুনতাজ আলী (৩৫)নামের এক বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। নিহতের লাশ বি এস এফ ভারতীয় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বি এস এফ।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা

ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে মুনতাজ আলী
(৩৫) তার স্ত্রী বাড়িতে না থাকায় কয়েক জন সঙ্গীদের সাথে অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে মহিষ নিয়ে আসছিলেন। এসময় রাতের আধারে ৪ টি মহিষ নিয়ে ৮২/৮৩ মেইন পিলালের মধ্যেবর্তী তিন নং সাব পিলারের নিকট পৌছালে ভারতীয় বি এস এফ চোরাচালানীদের উপস্থিতি টের পেয়ে ৭/৮ রাউস্ড গুলি চালায়। এতে বিএসএফের গুলিতে মুনতাজ আলী ঘটনাস্থলে নিহত হয়।

এলকাবাসিরা বলেন দিনগত রাত ১২ টার দিকে ৪ টি মহিষ নিয়ে আসছিলো।ইতিমধ্যে ৩ টি মহিষ বাংলাদেশ সীমান্তে পৌছিয়েছে। এর মধ্যে একটা মহিষ নিয়ে আসতে গিয়ে বি এস এফ তার লক্ষ করে গুলি ছোড়ে।গুলিতে তার বুকের উপর লাগলে ঘটনাস্থলে নিহত হয় মুনতাজ আলী। তার মৃত্যর সংবাদ গ্রামে পৌছালে স্বজনদের কান্নায় ভারি হয়ে ওঠে এলাকার আকাশ বাতাস।

এ ঘটনায় ভারতের কৃষ্ণগঞ্জ থানার ওসি বাবিন মুখার্জী জানান,৯ অক্টোবর রোববার সকাল ১০ টায় ৩ এস পিলারের নিকট থেকে বি এস এফ’র গুলিতে নিহত বাংলাদেশী এক মহিষ ব্যবসায়ীর মরদেহ থানায় হস্তান্তর করেছে বিএসএফ সদস্যরা। অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে মহিষ নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে জানায় বিএসএফ সদস্যরা ।

এবিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর জানান একটি গুলিবিদ্ধ মহিশ সহ মুনতাজের লাশ বিএসএফ সদস্যরা উদ্ধার করেছে বলে জানতে পেরেছি, তবে মুনতাজের মরাদেহ বাংলাদেশে আনার আইনগত প্রক্রিয়া চালাচ্ছি। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি পরিচালক লে. কর্নেল শাহ মোহাম্মদ ইশতিয়াক জানান, ঘটনাটি শুনেছি। আমরা বিএসএফ’র সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজের ভিপিসহ তিন ছাত্রলীগ নেতা নিহত

কলেজের অভ্যান্তরিন কোন্দলে প্রতিপক্ষ গ্রুপের ধাওয়া খেয়ে পালাতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘনায় কলেজের ভিপিসহ তিন ছাত্রলীগ নেতা নিহত হয়েছে।

শুক্রবার রাত ১১টার দিকে ঝিনাইদহ চুয়াডাঙ্গা সড়কের আঠারো মাইল নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের ভিপি মুরাদ বিশ্বাস, ছাত্রলীগ কর্মী ও ভেটেরিনারি কলেজের শিক্ষার্থী তৌহিদ ও সমরেশ হোসেন ছমির। পুলিশ ও দমকাল বাহিনীর সদস্যরা লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় ভেটেরিনারি কলেজের জিএস সজিবকে ছাত্রলীগের প্রতিদ্বন্দি গ্রুপ কুপিয়ে জখম করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় বিভিন্ন সুত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের ঘোষপাড়ায় অবস্থিত জোহান ড্রিম ভ্যালি পার্কে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সমঝোতা বৈঠক চলছিল। বৈঠক শেষে ভেটেরিনারি কলেজের জিএস সজিব মটরসাইকেল নিয়ে বের হলে ওৎ পেতে থাকা ছাত্রলীগের আরেকটি গ্রুপ সজিবকে কুপিয়ে জখম করে। সজিব মটরসাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং পুলিশের সহায়তা চাইলে ঝিনাইদহ সদর থানার পুলিশ তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌছে দেয়। এরপর ভেটেরিনারি কলেজের ভিপি মুরাদ বিশ্বাসসহ ছাত্রলীগের তিন কর্মী একই মটরসাইকেলে বের হলে চলন্ত অবস্থায় তাদেরও আক্রমন করা হয়। তারা দ্রুত মটরসাইকেল চালিয়ে ১৮ মাইল নামক স্থালে পল্লী বিদ্যুতের ডিপোর সামনে পৌছালে অন্ধকারে দাড়িয়ে থাকা খুটি বোঝায় ট্রাকের (চট্রমেট্রো- চ-৮১৩৪৫৪) সাথে ধাক্কা খায়।

ঘটনাস্থলেই নিহত হন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুশাবাড়িয়া গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে ও কলেজের ভিপি মুরাদ বিশ্বাস, তৌহিদুল ইসলাম ও সমরেশ হোসেন ছমির।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনের উপ পরিচালক মোঃ শামীমুল ইসলাম জানান, নিহতদের মাথায় আঘাত লেগেছে। মটরসাইকেল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। মুলত হামলাকারী ও হতাহত সবাই জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ

সম্পাদকের গ্রুপের সদস্য বলে অভিযোগ উঠেছে।

তবে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আল-ইমরান জানিয়েছেন, যে গ্রুপই হামলা করুক এটা অন্যায় ও অমানবিক হয়েছে। তিনি এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের ভিপি ও জিএস তার সঙ্গেই রাজনীতি করেন, তারা অন্য গ্রুপ করেন না। তিনি বলেন কারা হামলা চালিয়েছে তা নিশ্চত করে বলা যাচ্ছে না।

ঝিনাইদহ সদর থানর ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, ছাত্রলীগের এক গ্রুপের ধাওয়া ও হামলায় প্রথমে সজিব আহত হন। তার হাতে কোপের দাগ আছে। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। এরপর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত তিনজনকেও একই ভাবে ধাওয়া করে। হামলা থেকে বাঁচতে গিয়ে তারা সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ তৌফিক হাসান জানান, নিহত তিনজনের মাথায় গুরুতর জখম রয়েছে। এছাড়া হামলায় আহত সজিবের অবস্থা ভালো আছে। তার বাম হাতে ধারালো অস্ত্রের কোপ রয়েছে।

দামুড়হুদায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার ছয়ঘরিয়ায় দুই মটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কলোনি পাড়ার ফারুক হোসেনের ছেলে রায়হান উদ্দিন (৩০) ও পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়নের বাড়াদি গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে হৃদয় (২৫) মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। নিহত রায়হান উদ্দিন (৩০) দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কলোনি পাড়ার ফারুক হোসেনের ছেলে, ও নিহত হৃদয় বাড়াদি গ্রামের হোসেন

আলীর ছেলে।

জানা যায়, রায়হান উদ্দিন একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী বৃহস্পতিবার সকালে পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়নের বাড়াদি গ্রামে মামার বাড়ি কারেন্টর কাজ করার জন্য যায়। মামার বাসার প্রয়োজনীয় কারেন্টের মালামাল কেনাকাটা করতে মামাতো ভাই হৃদয়ের সাথে দর্শনা বাজারে আসার পথে দামুড়হুদা উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের মাঝ পাড়া নামক স্থানএ পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা কালো রংয়ের সুজুকি জিকসার ১৫৫সিসি মটরসাইকেল দ্রুতগতিতে এসে ধাক্কা মারে, মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়।

এতে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী রায়হান উদ্দিন ও তার মামাতো ভাই হৃদয় গুরুতরভাবে আহত হলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রায়হান উদ্দিন কে মৃত ঘোষণা করেন। ও মামাতো ভাই হৃদয়ের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করে এম্বুলেন্স যোগে কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে হৃদয় মারা যায়। ঘাতক চালককে এখনো সনাক্ত করতে পারিনি পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক নুরজাহান রুমি জানান, দুপুরে মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় গুরুতর রক্তাক্ত জখমকৃত দুজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে রায়হান নামে এক জনের মৃত্যু হয়। পরে রক্তাক্ত জখম হৃদয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কে রেফার্ড করা হয় কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে সেও মারা যায়। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত ব্যক্তিদের লাশ দুটো তাদের আত্মীয় সজন দের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবীর।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের

মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

মেহেরপুরের গাংনী – কাথুলী সড়কের চৌগাছা এতিমখানার সন্নিকটে দুটি মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সুজন আলী (২৫) নামের এক টাইল্স মিস্ত্রি নিহত হয়েছেন।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত সুজন আলী গাংনীর চৌগাছা হলপাড়ার রতন আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, টাইল্স মিস্ত্রি সুজন আলী নিজ বাড়ি চৌগাছা থেকে কাজের উদ্দেশ্যে সাহারবাটি যাচ্ছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সময় সে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এসময় রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে তার মৃত্যু ঘটে। দুমড়ে মুচড়ে যায় তার মোটরসাইকেলটি দুটি। পথচারীরা সুজনকে উদ্ধার করে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে মোটর সাইকেল দুটি জব্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ইজিবাইকের ধাক্কায় শিশু লামিয়া নিহত

দামুড়হুদা বদনপুর নাপিত খালি সড়কে ইজিবাইকের ধাক্কা লামিয়া খাতুন(৭) নামের এক কন্যা শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে দামুড়হুদা বদনপুর নাপিত খালি সড়কে নাপিত খালি পশ্চিম পাড়ায় এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত লামিয়া উপজেলার নাপিত খালি গ্রামের পশ্চিম পাড়ার রাজমিস্ত্রী নাজমুল হোসেনের কন্যা। সে বদনপুর মহিলা মাদ্রাসার ২য় শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

সরজমিনে গিয়ে জানাগেছে নিহত লামিয়া রাস্তার পাশে খেলা করছিল, এসময় দামুড়হুদা বদনপুর নাপিত খালি সড়কে একটি ইজিবাইক কার্পাসডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ইজিবাইকের সাথে সজরে ধাক্কা লাগে। ঘটনা স্থলেই লামিয়া় মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনা স্থানে পৌঁছায় দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই মশিউর রহমান বলেন, উভয় পক্ষের কারো কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ নিহতের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

দামুড়হুদার বোয়ালমারীতে সড়ক দূর্ঘটনায় চালক নিহত

দামুড়হুদার দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে নাটুদার বোয়ালমারী ফকির পাড়ায় আলমসাধু উল্টে রমযান আলী (৫৮) নামের চালকের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ৮ টার সময় দর্শনা-মুজিবনগর মহাসড়কের নাটুদার বোয়ালমারী ফকির পাড়ার মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রমযান আলী উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সদাবরী গ্রামের পশ্চিমপাড়ার নাজের আলীর ছেলে ।

জানা গেছে, নিহত রমযান আলী মিস্ত্রি প্রতিদিনের ন্যায় সকালে টিউবওয়েল পোতার জন্য নিজ বাড়িহতে সকালে মেহেরপুরের থানা গাংনীতে কাজ করার জন্য ৭জন লেবার নিয়ে যাবার সময় দর্শনা-মুজিবনগর সড়কের নাটুদার বোয়ালমারী ফকির পাড়ার নিকট পৌছালে আলমসাধু চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এসময় চালক রমযান আলী গুরুতর আহত হয়, স্থানীয় লোকজন ছুটে গিয়ে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে ভর্তি করেন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা ১১টার দিকে রমযান আলী মারা যায়।

.

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, আলমসাধু উল্টে রমজান আলী নামের একজন মারা গেছে,

কারো কোন অভিযোগ নেয়, এই মুহূর্তে লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আছে।

গাংনীর নিহত ইবি ছাত্রীর পিতার মামলা, স্বামী গ্রেফতার

গাংনী শহরে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিশাত তাসনিম উর্মীকে হত্যার অভিযোগে স্বামী আশিকুজ্জামান প্রিন্সকে গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ।

নিহত উর্মীর পিতা গোলাম কিবরিয়া বাদী হয়ে হত্যার অভিযোগ এনে থানায় লিখিত এজাহার দেন। এর পরপরই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আশিকুজ্জামান প্রিন্স গাংনী শহরের কাথুলি মোড় এলাকার বিশিষ্ট হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী পদ্ম্যা এন্টারপ্রাইজের সত্বাধিকারী হাসেম শাহ’র ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, আশিকুজ্জামান প্রিন্স মাদকাসক্ত। বিভিন্ন কারনে অকারণে তার স্ত্রী উর্মীকে মারধর করতেন। গত রাতে তাকে হত্যা করে আত্মহত্যার নাটক সাজানোর চেষ্টা করেছিল প্রিন্স।

উল্লেখ্য, মেধাবী ছাত্রী নিশাত তাসনিম উর্মী ও তার স্বামী প্রিন্স ভালবাসার সম্পর্ক করে প্রায় চার বছর বিয়ে করে। তাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান রয়েছে।